নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার

শামসুন্নাহার নিজামী

নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার

শামসুন্নাহার নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২৩

১ম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৮৫
৫ম প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুন	২০০৯

বিনিময় ঃ ১৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

NARI NIRJATANAR KARON-O-PROTIKAR by Shamsunnahar Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 14.00 Only.

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ, নারী ধর্ষণ ও নারী হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী প্রায় প্রতিদিনের প্রভাতী কাগজগুলোতেই থাকে। দিনের পর দিন এর মাত্রা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে আওয়াজ উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন থেকে শুরু করে উপ-সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে। প্রতিবাদ সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে শুরু করে প্রতিরোধ কমিটি পর্যন্ত গঠিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়ছে বৈ কমার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

সর্বমহলের প্রতিবাদ, নিন্দাবাদ ও সমালোচনা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন ও দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি না হয়ে বরং প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে। তাই বিষয়টি সর্বস্তরের জনমানুষের জন্য বিশেষ করে বিবেকবান সুধী সমাজের জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। আমাদের মতে এত প্রতিবাদ, এত সমালোচনা সত্ত্বেও এ সমস্যার কোনো সুরাহা না হবার মূল কারণ প্রতিবাদকারীগণ সমস্যার গভীরে পৌঁছতে পারছেন না। তাই যথার্থ প্রতিকার ও প্রতিবিধানও করা সম্ভব হচ্ছে না।

কেন প্রতিকার ও প্রতিবিধান করা সম্ভব হচ্ছে না? নারী নির্যাতনের ঘটনা কোনো হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোথায় গলদ আর কোথায় বাধা? এসব প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব আর প্রতিকারের ব্যবস্থাই এ পুস্তকে বিবৃত।

আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারামা শামসুন্নাহার নিজামী লিখিত এ পুস্তকখানা পাঠক-পাঠিকাকে যেমন সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে তেমনি প্রতিকারের পথও তাদের কাছে উন্মুক্ত হবে। যে উদ্দেশ্যে পুস্তকটি লেখা ও প্রকাশ, আল্লাহ যেন তা কবুল করেন, রাব্বুল আলামীনের কাছে এ প্রার্থনা করি।

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

এ পুস্তিকার ভূমিকা লিখতে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তার পবিত্র কালাম থেকে আমাদেরকে জীবনের পথ-নির্দেশিকা খুঁজে পাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

নারী নির্যাতন সমাজের সর্বস্তরে অত্যন্ত ব্যাপক এবং জঘণ্যভাবে হচ্ছে একথাটা আজ স্বীকৃত সত্য। এ নির্যাতন রোধের জন্যে সর্বমহল থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই এটাও সত্য। কিন্তু নির্যাতন না কমে বরং বেড়েই চলেছে। এর কারণ ও প্রতিবিধান খুঁজতে যেয়ে পবিত্র কালামুল্লাহ এবং সুন্নাতে রসূল থেকে যে ধারণা ও পন্থা পাওয়া যায়, তার চেয়ে উন্নত আর কোনো পথ নেই। এই পথ—সিরাতুল মুস্তাকিম ছেড়ে অন্য পথে চলার কারণেই যে সমস্যা না কমে বরং বাড়ছে এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। সেই অনুভূতিরই ক্ষুদ্র প্রকাশ বর্তমান পুস্তিকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে পাঠক মহলেও এ চিন্তা সমাদৃত হয়েছে। এ জন্যেই সেই মহান আল্লাহর দরবারে জানাই হাজারো শুকরিয়া। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। এবং ইসলামকে আমাদের জীবনে বাস্তবে অনুসরণ করার তৌফিক দিন।

ওমা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এমনকি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যারও মোটামুটি অর্ধেক নারী। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি তাই নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী সমাজের পশ্চাদপদতা দেশের অগ্রগতি বিঘ্নিত করে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান কোথায় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? আমাদের সমাজে আজ চারিদিকে নারী নির্যাতন, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক সমস্যা প্রভৃতি ঘটনা দুর্ঘটনা আমাদেরকে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে।

এইতো মাত্র ক'দিন আগে ১৯৮৫ সালে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ের শবমেহের নামের এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার মৃত্যু নিয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মে মাস পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়। গ্রাম থেকে ফুঁসলিয়ে এনে দু' হাজার টাকায় নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতালয়ে নারী দালালরা তাকে বিক্রি করে দেয়। তারপর এ অপরিণত বয়সের শবমেহেরের উপর চলে পাশবিক অত্যাচার। মানুষ নামের জানোয়ারদের অত্যাচার সামলাতে না পেরে সে অচেতন হয়ে পড়ে। ১ এপ্রিল তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাকে নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের ঢাকাগামী ট্রেনের একটি কামরায় পাষণ্ডেরা ফেলে যায়। সেখান থেকেই পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ৯ এপ্রিল সে মারা যায়। শবমেহেরের এ মর্মান্তিক মৃত্যুতে সবাই গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন বক্তব্য বিবৃতি দেয় পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে। টানবাজারসহ আরও কয়েকটি পতিতালয়ে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে অনেক নাবালিকা পতিতা। কিন্তু এরপরেও পতিতাবৃত্তি তথা নারী নির্যাতন তো কমেইনি বরং আরও বেড়েছে বহুগুণে। মূলত প্রতিদিনের খবরের কাগজের পাতায় পাতায় আমরা যে অসংখ্য নারী নির্যাতনের খবর পাই তা প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। গ্রামে-গঞ্জে শহরের আনাচে-কানাচে সংঘটিত হচ্ছে হয়তোবা এর চেয়েও অনেক বেশী লোমহর্ষক ঘটনা। সমাজের নৈতিক অধপতন কোথায় এসে ঠেকেছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী নয় বরং শিশুরাও পাশবিকতার এ হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সন্ধ্যার পরে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বেরুতেও সাহস পায় না। তরুণী মেয়েকে নিয়ে পিতা

www.amarboi.org

বাইরে বেরুতে ভয় পান। চাকুরীজীবী মহিলারা সকাল সকাল ঘরে ফেরার জন্যে তাড়াহুড়া করেন। শিশু-কিশোরী মেয়েকে অভিভাবক একা একা স্কুলে পাঠিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েদেরকে পাঠিয়ে ভয়ে বুক দুরু দুরু করে কাঁপে। হাসপাতালে অসুস্থ রোগী পর্যন্ত ধর্ষিতা হওয়ার খবর পাওয়া যায়। থানা হাজতে বন্দী মহিলা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও আমাদের শুনতে হয়। এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র তো দূরের কথা পিতৃতুল্য শিক্ষকদের কাছেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্রীদের মান-ইজ্জত নিরাপদ নয়। রাস্তার ফুটপাতে বসবাসকারী মেয়েরা টহলদার বাহিনীর খপ্পরে পড়ে। এসবই আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র।

অবস্থার অবনতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে আবার যেন আমরা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সেই অন্ধকার যুগে দ্রুত ফিরে যাচ্ছি। সে যুগে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মা-বাপের মুখ কালো হয়ে যেত। অপমান আর অবমাননার ভয়ে তারা মেয়েকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধা করতো না। মেয়েদেরকে হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। ইতোমধ্যেই জাহেলী যুগের ধাঁচে পিতা কর্তৃক শিশুকন্যা পানিতে ফেলে হত্যা, কুপিয়ে মারা ইত্যাদির খবর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু করেছে।

আজ সর্বস্তরের বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ সমাজের এ দুর্দশা দেখে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। জাতীয় পত্র-পত্রিকায় একের পর এক নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করছে। প্রতিবাদ সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রস্তাব, পরামর্শ পেশ ও দাবী-দাওয়া জানান হচ্ছে। এছাড়াও গঠিত হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। এমনকি যারা নারী সমাজকে এ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারাও আজ আন্তরিকতার সাথেই হোক আর মুখ রক্ষার খাতিরেই হোক এ ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব কার্যক্রম জাতীয় সচেতনতারই লক্ষণ। এসবের অর্থই হলো সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং এর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। কিন্তু শুধু উদ্বিগ্ন হলে এবং সমস্যার স্বীকৃতি দিলেই চলবে না বরং সমস্যার আসল কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। কারণের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলে সবাই উপলব্ধি করতে বাধ্য হবেন মানবতার এ দুর্গতির ব্যাপারে দায়ী কারা ? নারী সমাজের বর্তমান দুর্দশা, দুর্গতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে কথা বলার আগে নারী সমাজের দুর্দশা-দুর্গতির ধরন ও প্রকৃতির উপরে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

www.amarboi.org

নারী নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি

পতিতা ও ভাসমান পতিতা ঃ নারী নির্যাতনের পয়লা নম্বরের শিকার পতিতারা। মানবতার দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্যতম পেশা। কেউ কখনো স্বেচ্ছায় এ পথে আসে না। নিরুপায় মহিলারা জীবিকার সন্ধানে দিশেহারা অবস্থায় কুচক্রী মহলের চক্রান্তে পরিস্থিতির শিকার হয়েই এ পেশায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে এভাবে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে এ ঘৃণিত পেশায় নিয়োজিত করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানবতার জঘণ্যতম দুশমন নরপশু ইবলিসি শক্তির এজেন্ট বৈ আর কিছুই নয়। তারা তাদের মুনাফাখোরী ও অর্থলিপ্সাকে চরিতার্থ করার জন্যে লক্ষ লক্ষ মা-বাপের কোল খালি করতে দ্বিধাবোধ করে না। হাজার হাজার শিশুকে মা-বাপহারা করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু, জীবন-যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পিছপা হয় না।

এ পতিতাবৃত্তি পেশার অন্তরালে একটি কুচক্রী সমাজ রয়েছে। এরাই নারী সমাজের পয়লা নম্বরের দুশমন। দেশের কর্তা ব্যক্তিরা, বিশেষ করে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ যে এদের সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকেফহাল আছেন সমাজ সচেতন নারী-পুরুষ কারো কাছেই এটা অজানা নয়। পতিতাবৃত্তির এ পেশাটি সমাজের কলংক। মানব সমাজের জন্যে এর অবস্থান ক্যান্সার স্বরূপ। পতিতালয়ে গমনকারী পুরুষেরা একদিকে যেমন মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রশিক্ষণ পায় ও পাপাচারে দীক্ষালাভ করে তেমনি নারী সমাজের প্রতি একান্তই নীচু ও হীন ধারণাও তারা লাভ করে থাকে। ফলে মায়ের জাতি নারী সমাজের প্রতি যে ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকার কথা এটাও তারা হারিয়ে ফেলে। যার ফলশ্রুতিতে পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

এ পেশায় যারা আসে তাদের শেষ পরিণাম কি হয় তা দুনিয়াবাসীর অজানা নয়। এ পেশায় যতক্ষণ তারা সক্ষম থাকে ততক্ষণ যুলুম-নির্যাতন বরদাশত করে। পরবর্তী জীবনে তারা সমাজে অপাংক্তেয়। দৈহিক, মানসিক সবদিক থেকে তারা পর্যুদস্ত থাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতিত মানুষের তালিকায় এদের স্থান সবার শীর্ষে।

অথচ অত্যন্ত দুঃখের সাথেই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কিছু লোক এই জঘণ্য ব্যবসাকে, এই নারী নির্যাতনকে সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় মনে

www.amarboi.org

করেন। তারা বলেন, পতিতারা নাকি সমাজের সেফ্টি ভালব্ এর কাজ করে। আসলে কি তাই ? মানুষের যৌন চাহিদা সীমাহীন। এ সীমাহীন চাহিদাকে যদি লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য।

পতিতারা কি সমাজের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে ? না কি নিজেরাই শান্তিতে থাকতে পারে ? নানা কারণে বাধ্য হয়ে তারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাদের মুক্তির ব্যাকুলতা পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে দেখা যায়। তারা নিজেরা নরক জ্বালা ভোগ করছে, পাপ আর রোগ ছড়াচ্ছে, নির্দোষিকে ভুলিয়ে এনে পাপী বানাচ্ছে। কেমন করে তারা সমাজের সেফ্টি ভালব্ হতে পারে ? এ পর্যন্ত যতটি পতিতালয়ে পতিতাদের স্বাস্থ্যগত জরীপ করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮জন পতিতাই সিফিলিস ও গনোরিয়ায় আক্রান্ত। শতকরা দু' একজন ছাড়া সবাই বলেছে যে তারা এ পথে স্বেচ্ছায় আসেনি। যত দুর্বৃত্ত আর দুষ্কৃতিকারী এবং দাগী আসামীদের কেন্দ্রস্থল ও আশ্রয় স্থল হলো পতিতালয়। পুলিশ মাঝে মধ্যে পতিতালয় থেকে বড় বড় বহু দাগী আসামী গ্রেফতার করে থাকে।

এ পতিতাদের সংখ্যা আমাদের সমাজে দ্রুত বেড়ে চলেছে তার হিসেব নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বুঝা যাবে। ১৯৮১ সালে সরকারী হিসেবে দেখা যায় যে, গোটা বাংলাদেশে মোট ৪৩টি পতিতালয় আছে এবং এগুলোতে ৬ হাজার ৪২জন পতিতা রয়েছে। এরা সবাই লাইসেন্সধারী। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭ হাজারে। রাজধানী ঢাকা শহরে তৎকালীন হিসেব অনুযায়ী রয়েছে ৭২৮ জন। ১৯৮৮ সালে রাজধানীতে পতিতার সংখ্যা হলো ২০ হাজার। সারা দেশে কয়েক লক্ষ হবে।

সরকার এদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেফিট করে যে কেউ এ পেশায় আসতে পারে। সরকারীভাবে এ পেশা কিভাবে অনুমোদন লাভ করল এর পটভূমি আমাদের জানা উচিত। বৃটিশ শাসকরা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে, এদেশে বেশীদিন থাকা যাবে না। ইতিপূর্বেই এদেশ শোষণ করে তারা তাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল। অতপর আমাদের মধ্য থেকে একটা শ্রেণীকে, যারা বৃটিশদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করতো, তাদের জমি-জিরাত ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জমিদার হিসেবে গড়ে তুললো। একদিকে তাদেরকে সম্পদ আহরণের অবাধ সুবিধা দেয়া হতো অন্যদিকে তাদেরকে ভোগের মাঝে ডুবে থাকতে বৃটিশরা উৎসাহ যুগাতো। এই ভোগ তারা করতো প্রভু শাসকদের সঙ্গে মিলেমিশে। বাঈজী নর্তকীর নামে পতিতা সংগ্রহ শুরু হয় ঐ সময় থেকেই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রীয় আবরণে

www.amarboi.org

পতিতারা নানা পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। বৃটিশ প্রভুদের বাহবা আর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলো। এ সময়েই ১৯৩৩ সালের ২২ জুন "দি বেঙ্গল সাপ্রেশন অব ইম্‌মোরাম ট্রাফিক এ্যাক্ট" প্রবর্তিত হলো। এটাই পতিতাদের নিয়ে প্রথম বৃটিশ আইন যা এখনও চালু আছে। পাকিস্তান আমলেও এ আইন ছিল, বাংলাদেশেও রাখা হয়েছে। ১৯৭২ সালের পূর্বের আইন বহাল করা বিষয়ক রাষ্ট্রপতির ৪৮নং আদেশ বলে আগের সকল আইনের সংগে ১৯৩৩ সালের এ আইনটি বহাল রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ল'জ (রিভিশন এণ্ড ডিক্লারেশন) সংশোধনীর ফলে কিছু টেকনিক্যাল সংশোধনীসহ উক্ত আইন গৃহীত হয়। টেকনিক্যাল সংশোধনীও এমন কিছু নয়—যেখানে পাকিস্তান ছিল সেখানে বাংলাদেশ লেখা হয়েছে।

এছাড়া সমাজে লাইসেন্স বিহীন ভাসমান পতিতাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এদের পিছনেও উপরোল্লিখিত কুচক্রী মহলের ন্যায় কিছু লোকের কারসাজি কার্যকর রয়েছে। এরা তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে এভাবে পুঁজি ছাড়া এ ব্যবসার পথকে বেছে নিয়েছে। এদের সাথে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষেরও যোগসাজস রয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। এই ভাসমান পতিতাদের মধ্যে যে শুধু অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত গ্রাম-গঞ্জ থেকে আগত বস্তিতে অবস্থানরত অবলা অসহায় মেয়েরাই আছে তাই নয় বরং শুধু বিলাসিতার উপকরণ জোগাড়ের জন্যেও অনেকে এ জঘণ্য পেশায় পা বাড়ায় বলে ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় একটি বিশেষ প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়। এ ভাসমান পতিতাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে খুন-খারাবি পর্যন্ত ঘটে। অনেকের ঘর ভাঙ্গে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই মনির-খুকুর মধ্যে। কিভাবে খুকুর কারণে নিরপরাধ শারমিনকে বিয়ের মেহেদির দাগ হাত থেকে মুছে যাওয়ার আগেই জীবন দিতে হলো। ধ্বংস হলো খুকুর পরিবার, ছেলেমেয়ে। শোকে-দুঃখে শয্যাশায়ী হলেন শারমিনের মা-বোনেরা। এভাবে এরা নিজেরাও নির্যাতিত হয় এবং আরও অনেককে নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেয়। পরিণাম পরিণতি আর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে অনুমোদিত (?) পতিতাবৃত্তি আর এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারী সমাজের দুরবস্থা

চরিত্রহীন ও দায়-দায়িত্বহীন দিনমজুর রিকসাওয়ালা এ পর্যায়ের পুরুষদের অবাধে স্ত্রী বদলের ফলে অসংখ্য নারী বাঁচার তাগিদে শহরে বস্তি এলাকায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের অনেকের সাথেই এক

www.amarboi.org

বা একাধিক নাবালক শিশু সন্তান বোঝা হিসেবে থেকে যায়। এরা বিভিন্ন লোকের বাসায় ঝি-চাকরানীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু সন্তান থাকার কারণে অনেকেই বাসায় কাজ জুটাতে ব্যর্থ হয়। অনেক সময় এদের নাবালক সন্তানেরাও মানুষের বাসায় কাজ করে। শতকরা ৯৯জনেরই জান ও মান-ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নেই।

অসহায় হওয়ার কারণে তারা অধিকাংশ সময়েই গৃহকর্তা বা বাড়ীর অন্যান্য পুরুষের লালসার শিকার হন। ছোট নাবালিকা মেয়েরাও এর থেকে বাদ পড়ে না। অনেক সময় এগুলোতে সম্মতি না দিলে অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন সইতে হয়। অনেকে মারাও যায়। জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই এসব খবর অথবা সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়। মনিবদের জেল-জরিমানাও হয়। কিন্তু নির্যাতন কমে না।

এছাড়া ইটভাঙ্গা, মাটি কাটার কাজেও মেয়েরা অংশ নেয়। পুরুষের পাশাপাশি এদের কাজ করতে দেখা যায়। যাদের ছোট শিশু-সন্তান আছে তারা তাদেরকে পাশে ময়লার মধ্যে শুইয়ে রেখে পেটের তাগিদে তাদেরকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। এখানেও অনেক সময় নারীরা অসহায়ভাবে এসব পশুদের লালসার শিকার হয়। যেহেতু এরা দরিদ্র এবং এদের রক্ষা করার কেউ নেই কাজেই এ সুযোগ তারা সহজেই গ্রহণ করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে অনেক গার্মেন্টিস ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। এতে বেকারদের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ হলো বলে আমরা মনে করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মহিলা শ্রমজীবীরা তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রেও তাদের ইজ্জত আবরুর কোনো নিরাপত্তা নেই। সহকর্মী, কর্মকর্তা, মালিক সবাই এদের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে। এছাড়া যাওয়া আসার সময়েও তারা বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়। এগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজ যৌন উচ্ছৃংখলতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে। নারীদের স্বাভাবিক লজ্জা-ইজ্জত-আব্রুর ভয়ও ক্রমে লোপ পাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজে যেভাবে গার্মেন্টিস ইণ্ডাস্ট্রিতে মহিলা নিয়োগকে কেন্দ্র করে যৌন অনাচার পাপাচারের যে সয়লাব বয়ে গিয়েছিল আমাদের দেশও সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হোটেল ব্যবসায়ীদের কবলে নারী সমাজ

বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে নারীরা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা বিদগ্ধ সমাজ ভালভাবেই অবগত আছেন। এছাড়া টাকার বিনিময়ে বিকৃত যৌন লালসা মেটাবার জন্যে এখানে নারীদের ব্যবহার করা হয়। নারীদের ইচ্ছা

www.amarboi.org

অনিচ্ছার বালাই এখানে নেই। নেহায়েৎ অর্থের প্রলোভনেই নারীদেরকে এখানে আনা হয়। অশিক্ষিতা মহিলা নয় বরং উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদেরকে এ পথে ব্যবহার করা হয়। সমাজের উঁচু তলার যাবতীয় দুর্নীতির সাথে এরা জড়িত। বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরীও এরা করে থাকে। রূপ যৌবন দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে অনেক গোপন তথ্যই জেনে নেয়। পরে প্রয়োজনে সেগুলোকে ব্যবহার করে। এর অসংখ্য উদাহরণ বর্তমান সময়ে রয়েছে। এছাড়া অনেক উচ্চবিত্ত শিক্ষিতা মহিলাদের জীবনের বিড়ম্বনার জন্যে, অনেকের ঘর ভাংগার জন্যে এবং সংসার জীবনটা জাহান্নামে পরিণত করার জন্যে এরা দায়ী।

উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত নারী সমাজের দুরবস্থা

নিম্নবিত্তদের সমস্যা প্রধানত অর্থনৈতিক। তদুপরি তারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলেও তাদের মানসিক পীড়ন এবং দুর্গতি ও দুরবস্থা যে ওদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে। সাজানো ড্রইং রুম এবং বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে তাদের দীর্ঘশ্বাস ঢাকা পড়ে না। এসব উচ্চবিত্ত মহিলা যাদের দেখলে মনে হয় বাহ্যত কোনো সমস্যা নেই তারাও অনেক সময় চরিত্রহীন মদ্যপ, পরকীয়া প্রেমের শিকার স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়। মেয়ে-পুরুষের অবাধ খোলাখুলি মেলামেশা, রেডিও টেলিভিশনের অশ্লীল অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকার অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট দূষিত পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে অনেক রথী মহারথীই স্ত্রীর প্রতি অবহেলা উপেক্ষা প্রদর্শন করে। এগুলোর ফলে পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয় এবং এ পথ ধরেই এমন মানসিক নির্যাতন নেমে আসে যার পরিণতিতে অনেকে গায়ে আগুন ধরিয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়। এমনকি চাকরানীর সংগে প্রেম ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও মোটেই বিরল নয়।

এছাড়া মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মহিলাদের অবস্থাও ভাল নয়। কর্মক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই মহিলাদের সহকর্মী, বস্ ইত্যাদির কাছে তাদের ইজ্জত আবরুর কোনো নিরাপত্তা নেই। ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলাদের এসব বরদাশত করে চলা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। আমাদের দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে এদের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে বিভিন্নভাবে।

এরপরে আসুন সিনেমায় কর্মরত মহিলাদের প্রসংগে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে এদের অবস্থান। টাকা-পয়সার কোনো কমতি নেই। প্রগতি আর আধুনিকতার পথপ্রদর্শক এরা। এরাও শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের

www.amarboi.org

শিকার। এইতো কিছুদিন আগে এক স্বনামধন্য সিনেমার নায়িকার সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীর অত্যাচারে এবং অন্য নারীর প্রতি আসক্তি, স্বামী কর্তৃক এ আসক্ত করে দেবার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাস্তবতাকে এখন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। স্বামী বদল, স্ত্রী বদল এগুলো তো সিনেমা পাড়ায় ডাল-ভাতের মত। এর ফলে দাম্পত্য জীবনে নির্যাতিত হয় মেয়েরাই বেশী। এমনকি সিনেমার অনেক স্বনামধন্য পরিচালকরা একথা প্রকাশ করাকে অসম্মানজনক বলে মনে করেন যে, তাদের স্ত্রীরা অতীতে সিনেমার নায়িকা ছিলেন। এমনকি ভবিষ্যতে মেয়েদের বিয়ে দিতে অসুবিধা হবে বলেও তারা মনে করেন।

সম্প্রতি একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিনে বোম্বের একজন স্বনামধন্য নায়িকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রূপ-যৌবন থাকা সত্ত্বেও শুধু বয়স বাড়ার কারণে তাকে পিছনের সারিতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, বোম্বের সিনেমা নির্মাতাদের এক ধরনের নখরামি আছে। তাহলো নায়িকার যদি একবার বিয়ে হয়ে যায় তাহলে বোম্বের সিনেমা নির্মাতারা ঐ নায়িকার ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করেন না। তারা খুঁজেও দেখতে চায় না যে নায়িকাটির মধ্যে হয়তোবা অনেক প্রতিভা তখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। (পাক্ষিক অনন্যা ত্রয়োদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর-১৯৯০)। সিনেমা জগতের বিকৃত পরিবেশে মেয়েরা স্বাভাবিক অনুভূতিগুলোও হারিয়ে ফেলে। এক স্বামীতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ফলে শুধু নারী নির্যাতনই হয় তা নয় পুরুষ নির্যাতনও হয়। যার শিকার সম্প্রতি ইণ্ডিয়ার টপ সিনেমা অভিনেত্রী রেখার স্বামী মুকেশ আগরওয়ালী। রেখাকে যারা জানেন তারা অনেকেই তখন তার বিয়েতে অবাক হয়েছিলেন যে, রেখার বিয়ে কি টিকবে? কেননা স্বামী সংসার নিয়ে স্থিতু হয়ে বসে থাকার মেয়ে রেখা নয়। এটা শুধু এক রেখাই নয় এ পথের অনেকেই এ ধরনের মানসিক রোগের শিকার।

এছাড়া মডেল শিল্পে ব্যবহৃত মেয়েদের অবস্থাও করুণ। ব্যবসায়ীর মনমত তার হাতের পুতুল হয়ে তাকে থাকতে বাধ্য হতে হয়।

সম্প্রতি সাপ্তাহিক রোববার বুদ্ধিজীবী মহিলাদের এক সাক্ষাতকারে নারী নির্যাতনের ধরন, প্রকৃতি এবং প্রতিকার বিষয়ক এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত নিবন্ধে নারী নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সবাই যা বলেছেন তাহলো—রাস্তায় বাজে লোকের খপ্পরে

www.amarboi.org

পড়া, স্বামী কর্তৃক মারধোর করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়া, সন্দেহ করা অথচ চাকুরী ছাড়তে না দেয়া, বাসে পুরুষের ধাক্কা খাওয়া এবং পুরুষদের এ ধাক্কা দেয়াকে বিনোদনের মাধ্যম মনে করা ইত্যাদি। নারী নির্যাতনের কারণ হিসেবে তারা বলেছেন ব্লু ফিল্ম, ভি. সি. আর-এর প্রভাব, ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার অভাব, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি এবং এগুলোর প্রতিকার হিসেবে সবাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার কথা বলেছেন। ষ্টেডিয়ামে টিকেট করে শাস্তি দেখার ব্যবস্থা করা এবং প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অপরাধীর ছবি প্রকাশ করে তাকে সর্বসমক্ষে লজ্জিত করে অন্যের জন্যে দৃষ্টান্ত পেশ করার সুপারিশও অনেকে করেছেন।

নারী নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে যা বলা হচ্ছে মূলত এগুলো রোগের আসল কারণ নয়—এগুলো উপসর্গ মাত্র। দারিদ্র ও অশিক্ষা নারী নির্যাতনের আসল কারণ হলে বৃটেন, আমেরিকার মত দেশে ধর্ষণসহ যৌন অপরাধের কোনো ঘটনা ঘটতো না। আসলে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ার কারণেই সমাজের এ দুরবস্থা। এবং এসবই আল্লাহর বিধান লংঘনের বাস্তব ফল। নারী সমাজসহ মানবতার এই দুর্গতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাদেরই যারা আল্লাহর বিধানকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রগতির নামে ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে। আধুনিকতা আর ফ্যাশনের নামে সমাজে চালু করছে নগ্নতা, উলংগপনা আর বেহায়াপনা। পশ্চিমা সভ্যতার বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে গোটা জাতিকে সেইদিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এর ভিতরের কুৎসিত ও কদর্যতার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করছে না। একবারও ভেবে দেখছে না বস্তুবাদের অন্তঃসারশূন্য দর্শনের অনুসারী পাশ্চাত্য সমাজের লোকেরা যে পরিণাম ও পরিণতি ইতিমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে আমাদের জন্যেও সেই পরিণতিই অপেক্ষা করছে। নগ্নতা, বেহায়াপনা, ছেলেমেয়েদের খোলাখুলি মেলামেশা ইত্যাদির ফলস্বরূপ ধর্ষণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, তালাক, মানসিক প্রতিবন্ধী পাশ্চাত্য সমাজে অনেক আগেই এসে গেছে। আমাদের সমাজেও আসতে শুরু করেছে। আমরা দেখতে পাই বস্তুবাদী জগতের চরম উন্নত দেশ নিউইয়র্ক নগরীতে কয়েক মিনিট বিদ্যুৎ না থাকার সুযোগে হাজার হাজার ধর্ষণ, ডাকাতি, লুটপাট ও ছিনতাইয়ের ঘটনা। আমরাও এ পথে চলা অব্যাহত রাখলে আমাদের দেশেই এগুলো দেখতে পাব। অসংখ্য কুৎসিত যৌন ব্যাধি পাশ্চাত্যের মত বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে। এইডস-এর মত ভয়াবহ রোগ থেকেও আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো না। আমাদের এক শ্রেণীর সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবী আমাদের ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের গলা

www.amarboi.org

কেটে এ সয়লাবকে স্বাগত জানাচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমান নারী নির্যাতন ও অপরাধ প্রবণতা এ সয়লাবেরই ফল।

এছাড়া আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ, সরকারী প্রচার মাধ্যম, গল্প, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি যে মন-মানসিকতার সৃষ্টি করছে তার অনিবার্য পরিণতি এটাই। একটি জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিধারা যে মুখীই হয় সে জাতিও অবশেষে সে মুখীই হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের গত দু' দশকের সাহিত্যের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর লক্ষ যৌনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও গল্পগুলো পাঠ করলে দেখা যায় তাতে অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, অবাধ অবৈধ প্রেম প্রভৃতিকে সুকৌশলে আমদানী করা হয়েছে। সাহিত্যের নামে এগুলো জাহেলী যুগের ইমরুল কায়েস মার্কা কবি-সাহিত্যিকদের যৌন চর্চাকেও হার মানায়।

শুধু এতটুকুই নয় বরং ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার জন্যে টুপি পরা দাড়িওয়ালা কিছু নির্বোধ চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। তাদেরকে দিয়ে একদিকে নামায পড়ানো হয়, কুরআন পড়ানো হয় অন্যদিকে তাদেরকে দিয়ে সমস্ত খারাপ অনৈতিকতামূলক কাজ করানো হয়। যা অতীতে অমুসলিম (প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিদ্বেষী) সাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যে সৃষ্টি করে গেছেন মুসলমানদের হেয়, নীচু প্রতিপন্ন করার জন্যে। অথচ আমাদের দেশে তথাকথিত স্বনামধন্য মুসলমান সাহিত্যিকগণ ধর্ম ও নৈতিকতা বিধ্বংসী এ তৎপরতা সফলভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব সাহিত্যে জীবনের মূল্যবোধ শেখার মত কোনো উপাদান নেই বললেই চলে।

অনুরূপভাবে শিল্পকলা একাডেমীসহ বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, সিনেমা প্রভৃতি কথা সাহিত্যে অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, অবাধ অবৈধ প্রেম প্রভৃতির Practical demonstration দিচ্ছে এবং হত্যা করছে ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধকে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অংগন এভাবে পশ্চিমের অনুসরণে যে বিকৃত মানসিকতা গড়ে তুলছে তারই উত্তর ফল আজকের বীভৎস ধরনের যৌন অপরাধসমূহ। এ অপরাধীদের সৃষ্টি করার জন্যে দায়ী করতে হবে ঐ কথা সাহিত্যেকদের এবং অপসংস্কৃতির ধারক-বাহকদের। যৌন অপরাধে অপরাধীদের কাঠগড়ায় আনা হচ্ছে, কিন্তু সমাজের প্রতিষ্ঠিত মন-মননশীলতা ধ্বসিয়ে দেবার জন্যে যারা দায়ী এ বুদ্ধিজীবীদেরকে ইতিহাস অবশ্যই একদিন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

www.amarboi.org

নারী নির্যাতনের কারণ

আজকের এ দুর্গতি শুধু নারী সমাজের নয়। এ দুর্গতি গোটা মানবতার। আজকে সময় এসেছে খোলা মন নিয়ে মানবতার দুর্গতি কোথায় এসে ঠেকেছে, কতদূর যেতে পারে এটা উপলব্ধি করার। যাতে এর সত্যিকার কারণ উপলব্ধি করে সমাধানের পথ বের করা যায়। সমস্যার মূল কারণ উপলব্ধি না করে শুধু হাতুড়ে ডাক্তারের মত হাতড়ে বেড়ালে চলবে না।

জড়বাদী বস্তুবাদী সভ্যতা (Materialism) তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করতে যাচ্ছে। মানব ইতিহাস একটা Turning point-এ এসে গেছে। এ বস্তুবাদ মানুষকে কি দিল তা দেখা দরকার। আমরা জড়বাদী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে নিজেদেরকে কৃত্রিমভাবে সভ্য এবং উন্নত প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। নিজেদের দেশের নারী দুর্গতি ইত্যাদির কথা বলতে যেয়েও ওদেরই অনুসরণ করছি। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রকৃত অবস্থা কত ভয়াবহ তা আজ আর কারও অজানা নয়।

আজ মা-বোন যারা নারী মুক্তির কথা সোচ্চারভাবে বলছেন তারা আমাদের সামনে কোনো স্বকীয় চিন্তা তুলে ধরতে পারছেন না। তারা ঐসব দেশেরই অন্ধ অনুকরণ অনুসরণের শীর্ষে অবস্থান করছেন। যাদের বাস্তব অবস্থা আমাদের চাইতেও করুণ ও ভয়াবহ।

আমরা যদি নারী সমাজের দুর্গতিসহ গোটা সমাজ জীবনের দুর্গতি পর্যালোচনা করি তবে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, এটা মানুষ এবং সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া স্বভাব ধর্ম বা বিধান লংঘনের পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক, আসমান-জমীন তথা গোটা সৃষ্টিলোক এককভাবে পরিচালনা করছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু মহান স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান মেনে চলছে। যার ফলে প্রকৃতির সর্বত্রই একটা সুনিয়ম ও সুশৃংখল পরিবেশ বিরাজমান। মানুষের দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ, প্রতিটি কোষও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীন। এ নিয়ম লংঘন করলেই অশান্তি অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহর এ প্রাকৃতিক নিয়ম কেবল মানব সত্তার জন্যে কার্যকর হচ্ছে ভিন্নরূপে। যুগে যুগে রাসূলের মাধ্যমে মানুষের জন্যে আল্লাহ তাআলা যে বিধান দিয়েছেন তা অত্যন্ত বাস্তব, মানবপ্রকৃতির সাথে অত্যন্ত বেশী সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু আল্লাহ জোর করে মানুষকে এ পথে চলতে বাধ্য করেননি। এ পথে চলা না চলার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। মানব সমাজে

www.amarboi.org

শান্তি-শৃংখলার জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত সে বিধান মানুষের সমাজে কার্যকর করার দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পিত হয়েছে।

এ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতার অপব্যবহার না করে আল্লাহর বিধান মানা ও কার্যকর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় সে আশরাফুল মাখলুকাতের সম্মানজনক আসনে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতা স্বরূপ আমানতের খেয়ানত করে সে যদি তার মনগড়া বা তার মতই অন্য কোনো মানুষের মনগড়া নিয়ম-নীতি, আদর্শ বা মতবাদের অনুসরণ করে তাহলে সে স্বীয় কৃতকর্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় ধ্বংসের অতল তলে। সৃষ্টির সেরা মানুষ নেমে যায় পশুত্বের কাতারে বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে। সমাজে নেমে আসে অশান্তি।

আমরা এ প্রবন্ধে নারী সমাজের দুর্দশা দুর্গতির যে সামান্যতম চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি এসবই খোদায়ী আইন লংঘনের পরিণাম। এখানেই শেষ নয় এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে মানবতার দুর্গতি কোথায় গিয়ে পৌছাবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। এ ভয়াবহ পরিণাম শুধু দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। আখেরাতে এসবের যে পরিণতি আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে উল্লেখ করেছেন তা আরও ভয়ংকর। যে দুর্দশা-দুরবস্থার কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। দুনিয়াতে মানুষের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু আখেরাতে সাজাপ্রাপ্ত মানুষ মৃত্যু চাইবে অথচ মৃত্যুও সেখানে থাকবে না।

পবিত্র কালামে পাকে সূরা আত ত্বীনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথাটি অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

"আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে সবচেয়ে নীচুদের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছি।"—আয়াত ঃ ৪-৫

শুধু এতটুকু বলেই আল্লাহ্ পাক ছেড়ে দেননি বরং কোন্ কোন্ গুণাবলী থাকলে মানুষ এ পশুত্ব থেকে রক্ষা পেতে পারে তাও পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলে দিয়েছেন ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

"অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্যে এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনও শেষ হবে না।"—সূরা আত ত্বীন ঃ ৬

এ শাস্তি এবং পুরস্কার শুধু দুনিয়ার জীবনেই মানুষ পাবে না বরং আখেরাতের অনন্ত জীবনেও তাকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। আর যিনি এ শাস্তি এবং

www.amarboi.org

পুরস্কার দিবেন তিনি তো আল্লাহ্। দুনিয়ার ছোট ছোট বিচারকদের কাছ থেকে যখন আমরা ইনসাফ ও সুবিচার দাবী করি বা আশা করি তখন ভেবে দেখা দরকার যে সবচেয়ে বড় বিচারক আল্লাহ্ কি ইনসাফ করবেন না।

এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ط اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○

"অতপর আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে কে আপনার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে ? আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় বিচারক নন।"
—সূরা আত ত্বীন ঃ ৭-৮

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا○ - النساء : ٥٦

"যেসব লোক আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে নিসন্দেহে আমি আগুনে নিক্ষেপ করবো। যখন তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন সেইখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা আজাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা ও কৌশল খুব ভাল করেই জানা আছে।"—সূরা আন নিসা ঃ ৫৬

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚ○ يُبَصَّرُوْنَهُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ م بِبَنِيْهِ ○ۙ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ○ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ ○ۙ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ○ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ○ كَلَّا ط اِنَّهَا لَظٰى ○ۙ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚ○ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ○ۙ - المعارج : ١٠-١٧

"আর কোনো প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না অথচ তারা একজন আর একজনকে দেখবে। অপরাধী লোক চাবে সেই দিনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই তাকে আশ্রয় দানকারী নিকটবর্তী পরিবার এবং পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় হিসেবে দিতে যেন সে সেই কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে পারে। না কক্ষণই না। এটাতো তীব্র, উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা। এটা চর্ম

www.amarboi.org

মাংস লেহন করে নিবে। উচ্চৈস্বরে ডেকে ডেকে নিজের দিকে আহ্বান করবে এমন সব ব্যক্তিকে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।"–সূরা মাআরিজ ঃ ১০-১৭

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خٰشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا
مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝ - الغاشية : ١-٧

"তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদবার্তা পৌঁছেছে কি ? সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রম নিরত হবে। শ্রান্ত ক্লান্ত কাতর হবে। তীব্র অগ্নি শিখায় ভস্মিভূত হবে। টগবগ করা ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তাদের জন্যে আর কোনো খাদ্য থাকবে না। সে খাদ্য তাদের পরিপুষ্টও বানাবে না ক্ষুধাও নিবৃত করবে না।"–সূরা আল গাশিয়া ঃ ১-৭

www.amarboi.org

প্রতিকার

কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে যা বলা হচ্ছে সেগুলো যেমন নারী নির্যাতনের আসল কারণ নয় তেমনই প্রতিকার প্রতিবিধান সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তাও প্রতিকার প্রতিবিধানের আসল উপায় নয়। নারী নির্যাতনের কারণ যেমন আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা তেমনি এর প্রতিবিধান হচ্ছে আল্লাহর আইনের দিকে ফিরে আসা। আর সে বিধান মানব জাতি পেয়েছে বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যার সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মাদ স.-এর মাধ্যমে।

তাঁরা মানুষকে দেখিয়েছেন মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের পথ। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমস্ত নবী-রাসূলগণ স্ব স্ব জাতিকে তাদের বড় বড় দোষ-ত্রুটি থেকে বেঁচে থেকে জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভের একটাই মাত্র পথ দেখিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষায় তাহলো ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط - الاعراف : ٥٩

"হে আমার জাতির জনগণ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"—সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৯

এটা প্রমাণিত সত্য যে মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির এটাই একমাত্র উপায়।

শেষ নবী মুহাম্মাদ স. যে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে যুগ আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগ নামে পরিচিত ছিল। অন্যায়-অত্যাচার আর যুলুম-নিপীড়নের শেষ সীমায় তখন তারা অবস্থান করছিল। সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে নারী সমাজ মুক্তির জন্যে হাহাকার করছিল। নিরুপায় মানুষ দিশেহারা হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল। মানবতা ও মনুষ্যত্ব এ চরম বিপর্যয়ের মুখে যাওয়ার পরেও আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে এবং রাসূল স.-এর নেতৃত্বে সেই ধ্বসে যাওয়া সমাজই দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে পরিণত হয়েছিল। সেই সমাজে স্থাপিত হয়েছিল শান্তি ও কল্যাণ। নারী সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিল।

আজকে আবার মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। জড়বাদী সভ্যতার পরিণাম পরিণতিতে মানবতা চরম হুমকির সম্মুখীন। আজকের পৃথিবীতে এই বিপর্যয় থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু মুক্তির সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে এমনটি ভাবারও কোনো কারণ নেই। অনেকের

www.amarboi.org

মনে প্রশ্ন জাগে এ অধপতিত সমাজকে আবার কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব ? আবার কি সম্ভব এ দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ? একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো এটা কেনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। রাসূল স. যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে জাতির অবস্থা এ রকম বা এর চেয়েও খারাপ ছিল। কিন্তু সেই সমাজেও আল্লাহর রাসূল আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলে সেই সমাজের অধপতিত মানবতাকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন এক শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর সমাজ। রাসূল স.-এর দাওয়াতের আগে সেখানে পশুত্ব-বর্বরতার রাজত্ব চলছিল। জাতির জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর সেখানে কানাকড়ি মূল্যও ছিল না। সেই সমাজেই রাসূল স.-এর নেতৃত্বে সফল ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর একজন সুন্দরী যুবতী নারী টাকা-পয়সা ও সোনা-রূপার অলংকার নিয়ে নির্বিঘ্নে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলাফেরা করতে পেরেছে। সেখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ভয় তাকে করতে হয়নি। রাসূল স. আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন আল্লাহর কিতাব আল কুরআন আর তার আদর্শ সুন্নাহ। আজও যদি আমরা সেই পথে চলি তবে অনুরূপ শান্তি ও কল্যাণ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র। কিন্তু রাসূল স.-এর যুগেও এ ধরনের কল্যাণ রাষ্ট্র নেহায়াত অজিফা, কালাম বা দোয়া দরূদের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁকেও করতে হয়েছে কঠোর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ গালি-গালাজ থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে। সংগী সাথীসহ অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবস্থার এ প্রতিকূলতার ফলে তার সাথীদের মনে যখন অস্থিরতা ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

“তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে ? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি। তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও বিপদ-আপদ আবির্তত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছে—আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে ? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।”–সূরা আল বাকারা : ২১৪

www.amarboi.org

অন্যায় অশান্তি সৃষ্টির নায়কেরা—প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহকগণ কখনো কোনো যুগেই সত্যের এ বিপ্লবকে স্বাগত জানায়নি। বাতিলকে ময়দানে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সংগ্রাম করেছে। রাসূল স.-এর অনুসরণে তাই আজকের এ জাহেলিয়াতকে হটিয়ে দেয়ার জন্যও আমাদেরকে অনুরূপ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। আজকে মানবতার দুর্গতির এ শেষ সীমায় আসার পরে আবার তাদের কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে পরিচালনার জন্যে এ ধরনের সংগ্রাম ছাড়া আর বিকল্প পথ নেই। এ সংগ্রাম শুধু নারীর নয়, শুধু পুরুষের নয়। কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা গোষ্ঠীর মধ্যে নয় এ সংগ্রাম সীমাবদ্ধ। এ সংগ্রাম গোটা বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী মানবতার। বিরুদ্ধ পথের প্রতিটি কাঁটা বাধার পাহাড় স্বরূপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোকে ধূলিসাৎ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শান্তি ও কল্যাণময় একটি রাষ্ট্র। যেখানে সার্বভৌমত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর।

আজকের সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই। এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মানুষের প্রভুত্ব। যার ফলে সমাজে অবাধে চলছে যুলুম-নির্যাতন। নির্যাতিত হচ্ছে নারী সমাজ। এসব যুলুম-নির্যাতনের আসল প্রতিকার ও প্রতিবিধান হল রাসূল স.-এর আদর্শ অনুসরণ করে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে সফল সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করা। যার ফলশ্রুতিতে কায়েম হতে পারে একটি সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র। সেখানে নারী-পুরুষ, গরীব-ধনী, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তার অধিকার ফিরে পাবে। গোটা মানবতা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক সেই কল্যাণ রাষ্ট্র রাতারাতি কায়েম হতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী আন্দোলন। মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তাকে এজন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল দীর্ঘ ২৩ বছর। বর্তমানে সেই তুলনায় আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সংগ্রাম যত দীর্ঘই হোক যত কঠোরই হোক যদি আমরা সত্যিকারের কল্যাণ এবং মুক্তি পেতে চাই—চাই ন্যায়-ইনসাফের প্রতিষ্ঠা তবে আমাদেরকে এ পথেই অগ্রসর হতে হবে।

এ দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামের পাশাপাশি নারী নির্যাতন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে কিছু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপও নিতে হবে। আমাদের মতে সেই পদক্ষেপ দুই পর্যায়ে হতে পারে ঃ

এক ঃ অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের যাবতীয় উৎসমুখ বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ঃ

(১) উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ পতিতালয়গুলো উচ্ছেদ করতে হবে। পতিতাদের পুনর্বাসিত করার সাথে সাথে তাদেরকে

www.amarboi.org

দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার চেতনা এবং মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মর্যাদায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(২) স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ইসলামকে একটা পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে জানার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং মেয়েদের অশ্লীল যৌন উদ্দীপক পোশক পরিচ্ছদ পরা নিষিদ্ধ এবং আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৪) প্রদর্শনীর জন্যে ব্যবহৃত সকল ভি. সি. আর বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিশেষ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া ভি. সি. আর আমদানী বন্ধ করতে হবে।

(৫) অশ্লীল পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করতে হবে।

(৬) রেডিও, টিভি প্রভৃতি গণশিক্ষার মাধ্যমগুলো বর্তমানে চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোকে সর্বস্তরের সাধারণের মনে মানবীয় মূল্যবোধ ও ইসলামী নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে হবে।

(৭) মেয়েদের জন্যে পৃথক মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যে সমস্ত মেয়ের চাকুরী প্রয়োজন তাদের জন্যে উপযুক্ত চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদেরকে স্বনির্ভর করতে হবে। সন্তান লালন-পালনসহ গৃহের যাবতীয় কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে।

(৮) দরিদ্র বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্যে বিবাহ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যৌতুকের লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুসন্ধান ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

দুই ঃ আইন-শৃংখলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নিষ্ঠার সাথে অপরাধ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে—খুনী, ধর্ষণকারীসহ বিভিন্ন অপরাধের যে শাস্তি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোকে কিছু সংখ্যক প্রগতির ধ্বজাধারী মা-বোনেরা বর্বর যুগের আইন বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও ভুক্তভোগী নারী সমাজ এসব অপরাধের যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন তা কিন্তু কুরআনে বর্ণিত শাস্তি ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল কুরআনের হেদায়াত

কুরআনের দৃষ্টিতে নারী

কুরআন নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বড় আকারের অনেক বই-পুস্তক ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইতিমধ্যেই মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। যেমন পর্দা ও ইসলাম, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, পরিবার ও পারিবারিক জীবন উল্লেখযোগ্য। আগ্রহী পাঠকগণ সে সমস্ত বই-পুস্তক থেকে উপকৃত হতে পারেন। আমি এখানে শুধুমাত্র কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ বিষয়ে আল্লাহর বিধানের তাৎপর্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানাতে চাই।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الروم : ٢١

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"–সূরা রূম ঃ ২১

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج

"তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একই সত্তা থেকে তোমাদের জুড়ি বানিয়েছেন যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط - البقرة : ١٨٧

"তারা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ
تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ - النساء : ١

www.amarboi.org

"হে মানুষ ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটা থেকে তার জুড়ি তৈরী করেছেন। এবং উভয় থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে নিজের নিজের হক দাবী কর। এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে, নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক ও অভিন্ন সত্তা। এ নারী-পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা আল্লাহ। উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্কের বন্ধনও তারই দেয়া বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্ক সংরক্ষণ করতে পারা না পারার জন্য তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ সুসম্পর্ক বহাল রাখার জন্যে বা উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্যে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য, পুরুষের প্রতি নারীর দায়িত্ব কর্তব্য যা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলার মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ ও সফলতা নির্ভরশীল।

পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য

১. মোহর ঃ পুরুষের পয়লা নম্বর দায়িত্বই হলো কোনো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত মোহরানা আদায় করতে হবে। মোহরানার এ অর্থ একান্তভাবে স্ত্রীর সম্পদ এবং আল্লাহ নির্ধারিত ন্যায্য পাওনা বা অধিকার। মোহরানার এ ব্যবস্থাটাই প্রকৃতপক্ষে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটা বাস্তব গ্যারান্টি। মোহরানার অর্থে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। বর্তমান সমাজে মোহরানাকে জটিল করা হয়েছে। আজকের দিনে অতিরিক্ত অবাস্তব মোহরানা নির্ধারণের একটা রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু হয়ে গিয়েছে। এ অর্থ কখনো স্ত্রীর হাতে আসে না। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে এটা পরিশোধ করতে হবে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাকে বিচ্ছেদ না ঘটার সিকিউরিটি মানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মোহরানা আল্লাহ নির্ধারিত, তবুও এটা উপেক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে সমাজে চালু রয়েছে যৌতুকের মত নিকৃষ্ট প্রথা। স্ত্রীকে ঘরে আনার জন্যে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের। যৌতুকের কুপ্রথার মাধ্যমে এই দায়-দায়িত্ব উল্টো মেয়ের অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

www.amarboi.org

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ

"এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে আদায় করো।"–সূরা আন নিসাঃ৪

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ

"এ মোহাররাম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্য সব নারীদের তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে ; যেন তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্খা কর। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে এবং অবাধ যৌন চর্চা প্রতিরোধের জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করেছো তার চুক্তি তাদের মোহরানা পরিশোধ কর।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ - المائدة : ٥

"এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল—তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হউক কিংবা আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকেই হউক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে। স্বাধীন লালসা পূরণের জন্যে কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়।"–সূরা আল মায়েদা ঃ৫

বিয়ের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে যে মোহরানার চুক্তি হয় তা পূর্ণ করা পুরুষের কর্তব্য। এ মোহরানা আদায় করতে অস্বীকার করলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার অধিকার রাখে। এটা এমন দায়িত্ব যা থেকে সে রেহাই পেতে পারে না। তবে স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয়, অথবা তার দারিদ্রের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে তবে ভিন্ন কথা।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ○

"যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মোহরানার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা পরিতৃপ্তি সহকারে খাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ

"মোহরানার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণে কমবেশী করে নাও তাহলে এতে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

www.amarboi.org

২. স্ত্রীর খোরপোষ ঃ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব স্বামীর। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কারণে অনেক স্বামী এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। যদি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র থাকতো তাহলে বিবাহযোগ্য আর্থিক অসচ্ছল পুরুষকে কল্যাণ ভাতা দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করতে হতো। বর্তমান সমাজে এর সুযোগ নেই। অন্য দিকে যাদের আর্থিক অসচ্ছলতা নেই তারাও এ দায়-দায়িত্ব নিজেরা বহন না করে স্ত্রী অথবা স্ত্রীর অভিভাবকদের উপরই চাপাচ্ছে। যা আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ج

"ধনী ব্যক্তির তার সামর্থ অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির তার সামর্থ অনুযায়ী নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬

৩. যুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকা ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে সে তার অপব্যবহার করতে পারবে না। আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুকের দাবী মেটাতে না পেরে, কন্যা সন্তান প্রসবের কারণে, সংসারে অসচ্ছলতার কারণে নারী নির্যাতিত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের যুলুম-নির্যাতন যা নারী সমাজ ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইসলাম এগুলোর পথ রোধ করার জন্য নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক চাপ ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। এমনকি এ যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করার চেষ্টা বা ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলে সংসারকে জাহান্নামে পরিণত করার বদলে তালাক এবং খোলার ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এটা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ এবং যাবতীয় হালাল কাজের মধ্যে নিকৃষ্টতম হালাল।

নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এক ঃ একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ার জন্যে যেমন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনি রয়েছে নারীরও। দাম্পত্য সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর। ইসলাম সমাজের এ ভিত্তিকে সুন্দর করার জন্যে নির্ভুল বিধান দিয়েছে। এখানে যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص- البقرة : ٢٢٨

"নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, সে রকম তাদের উপরও নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

আবার সংসারকে সুন্দর করার জন্যে তেমনই বলা হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ- النساء : ٣٤

"পুরুষরা হচ্ছে নারীদের পরিচালক।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

www.amarboi.org

নারী-পুরুষের এ মিলিত সংসারে নারী নারীর অধিকার ভোগ করবে পুরুষ ভোগ করবে পুরুষের অধিকার। কিন্তু নারী-পুরুষ এ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে পরস্পর একে অপরের মুখাপেক্ষী, পরিপূরক ও সহায়ক। এ বাস্তব প্রয়োজনেই নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সংসার জীবনের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন, আর মানুষের সমাজ খোদায়ী বিধান মানুক চাই না মানুক বাস্তবে এর স্বীকৃতি দিয়ে আসছে।

অতএব নারী-পুরুষের সমন্বয়ে পরিচালিত সংসার জীবনে পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণ এবং পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে একজনকে পরিচালক হিসেবে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। এখন প্রশ্ন হল এ পরিচালকের ভূমিকায় কার থাকা উচিত ? দু'জনই মূল পরিচালক হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনই মূল পরিচালনার দায়িত্ব নারীর উপর দেয়াও বাস্তব কারণেই অসম্ভব। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাই এ বাস্তবতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকেফহাল। এক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ হল ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ - النساء : ٣٤

"পুরুষ হচ্ছে নারীদের পরিচালক।"—সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এ নির্দেশ মেনে নিলে সংসার জীবনের অনেক জটিলতা থেকেই রেহাই পাওয়া যায়।

আধুনিক সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর সংসারে জটিলতা ও বিড়ম্বনা দেখা দেয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ব্যক্তিত্বের সংঘাতই প্রধান। আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া ছাড়া এ জটিলতা থেকে বাঁচার কোন বিকল্প নেই।

দুই ঃ স্বামীর আমানতসমূহের হেফাজত ঃ পুরুষ যেমন নারীর জান-মাল ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করবে তেমনই নারীও পুরুষের ইজ্জত, আব্রু, সম্পদ-সম্পত্তি, জান-মাল ইত্যাদি দেখাশুনা করাকে একটি আমানত হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط - النساء : ٣٤

"সুতরাং সতী নারীরা তাদের স্বামীদের অনুরক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে তার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণকারিণী হয়ে থাকে।"—সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

www.amarboi.org

এখানে حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ স্বামীর যাবতীয় জিনিস যা তার অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর কাছে আমানত হিসেবে রক্ষিত থাকে তার হেফাজত করা বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে তার বংশের হেফাজত, তার ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত, তার ধন-সম্পদের হেফাজত সবকিছুই এসে যায়।

মানুষের রক্তের ও বংশের পবিত্রতা এবং সামাজিক সুস্থতার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা সংরক্ষণের বাস্তব উপায় পর্দার বিধান ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط- النور : ٣١

"হে নবী ! মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছুই করে আল্লাহ্ তৎসম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এবং মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত, যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং যেন তারা স্বীয় বক্ষের উপরে উড়না-চাদর টেনে দেয় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (অন্য কারও নিকটে) এই সকল লোক ব্যতীত, যথা ঃ স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, তৎপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে, আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন সেবক এবং ঐ সকল বালক যারা নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়নি। [উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করুন যে] তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি

www.amarboi.org

না করে যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ـ الاحزاب : ٣٢-٣٣

"হে নবীর বিবিগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে বিনিয়ে বিনিয়ে [দ্ব্যর্থবোধক] কথা বল না। কারণ এর ফলে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে তারা তোমাদের উপরে এক ধরনের আশা পোষণ করে বসবে। সহজ সরলভাবে কথা বল। আপন ঘরে থাক এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।"–সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৩

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ـ الاحزاب : ٥٩

"হে নবী ! আপন বিবি, কন্যা এবং মু'মিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।"
–সূরা আহযাব ঃ ৫৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের কাছ থেকে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর, আশা করা যাচ্ছে যে, তোমরা অবশ্যই এর প্রতি খেয়াল রাখবে। সেখানে যদি কাউকে না পাও তবে ঘরে ঢুকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ঃ ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্যে পবিত্র কর্মনীতি আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা খুব ভালভাবেই জানেন।"
–সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৮

www.amarboi.org

জ্বেনা-ব্যভিচার ও খুনসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রতিরোধ প্রতিবিধানের কিঞ্চিত নমুনা

হিজরতের প্রাক্কালে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা আঁকতে যেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বনী ইসরাঈলে "তোমরা জ্বেনার নিকটেও যেও না।" এ মূলনীতি পেশ করেছেন। এ নির্দেশ একটা পূত-পবিত্র সমাজ গড়ে তোলারই ইশারা বহন করে। এরপরে ইসলামী সমাজে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে একদিকে যেমন জ্বেনা-ব্যভিচারের যাবতীয় উৎসমুখ বন্ধের ব্যবস্থা করেছেন তেমনই সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে অন্তর থেকে এগুলোকে দূর করেছেন। এরপরেও মানবীয় দুর্বলতার কারণে জ্বেনা-ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেলে তার জন্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً
اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ۝ لا اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ
اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لا وَالْخَامِسَةَ
اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ - النور : ٢-٩

www.amarboi.org

"ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ—উভয়ের প্রত্যেককেই এক শতটি কোড়া মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।

ব্যভিচারী যেন বিবাহ্ না করে—ব্যভিচারিণী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাকেও)। আর ব্যভিচারিণীকে বিবাহ্ করবে না ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া। তা ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদের আশিটি কোড়া মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। সেই লোকেরা নয়, যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নিবে। আল্লাহ্ অবশ্যই (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে, আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে ঃ তার উপর আল্লাহর লা'নত হউক যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।"–সূরা আন নূর ঃ ২-৯

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রধানতম যে দু'টো নৃশংস ঘটনা ঘটবে তার একটা হলো ধর্ষণ আর অন্যটা হত্যা। কুরআন ব্যভিচারের জন্যে উপরোল্লিখিত যে শাস্তির বিধান দিয়েছে এ অপরাধ দমনের জন্যে এটাই বাস্তব পদক্ষেপ। অনুরূপভাবে নারীসহ মানব হত্যার যে প্রবণতা সমাজে দিন দিন বেড়ে চলেছে তা রোধ করতে হলেও কুরআন প্রদত্ত শাস্তিই কার্যকর করতে হবে।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط- المائدة : ٣٢

"যদি কেউ খুনের পরিবর্তে কিংবা জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকেই

www.amarboi.org

হত্যা করলো, আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবনদান করলো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ - البقرة : ١٧٨-١٧٩

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্যে নরহত্যার ব্যাপারে 'কেছাছ'-এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই কেছাছ নেয়া হবে। ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোনো নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে কেছাছ নেয়া হবে। অবশ্য কোনো হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নরম ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা তোমাদের আল্লাহর তরফ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন হে মানুষ! কেছাছেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, আশা করা যায় যে, তোমরা এ আইন লংঘন থেকে বিরত থাকবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮-১৭৯

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* পর্দা ও ইসলাম
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
* স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
* মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
* মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
* মহিলা সাহাবী
  - তালিবুল হাশেমী
* সংগ্রামী নারী
  - মুহাম্মদ নূরুযযামান
* মহিলা ফিক্‌হ ১ম ও ২য় খণ্ড
  - আল্লামা আতাইয়া খামীস
* ইসলাম ও নারী
  -মুহাম্মদ কুতুব
* ইসলামী সমাজে নারী
  - সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
* আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
  - আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
* আল কুরআনে নারী ১ম ও ২য় খণ্ড
  - অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
* একাধিক বিবাহ
  - সাইয়েদ হামেদ আলী
* নারী মুক্তি আন্দোলন
  - শামসুন্নাহার নিজামী
* পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
  - শামসুন্নাহার নিজামী
* দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব
  - শামসুন্নাহার নিজামী
* আদর্শ সমাজ গঠনে নারী
  - শামসুন্নাহার নিজামী